নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণ: সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে কার্যকর বাস্তবায়নে সরকারের প্রতি আহ্বান

সংবাদ সম্মেলন
১০ এপ্রিল ২০১৭
সম্মেলন কক্ষ, জাতীয় প্রেস ক্লাব

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ এবং উপস্থিত সুধীমন্ডলী,
জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটি গত ৬ ও ৭ই মার্চ ২০১৭ জেনেভায় নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের ধারাসমূহ বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেছে। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল এ পর্যালোচনায় অংশ নেয়। পর্যালোচনায় মাননীয় মন্ত্রী গত কয়েক বছরে নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় সরকারের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ তুলে ধরেন। উক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে নাগরিক সমাজের কয়েকজন প্রতিনিধি অংশগ্রহন করেন। পাশাপাশি জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ও স্থায়ী সদস্য এই অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ ২০১৫ সালে এ প্রক্রিয়ায় প্রতিবেদন প্রদান করে। পর্যালোচনার সময়ও ফোরামের পক্ষ থেকে একজন সদস্য বক্তব্য রাখেন ও কমিটির সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ০৬-০৭ মার্চ ২০১৭ এর পর্যালোচনার উপর ভিত্তি করে মানবাধিকার কমিটি গত ২৮ মার্চ তাদের সমাপনী পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে।

আজকের এই সংবাদ সম্মেলনের উদ্দেশ্য হচ্ছে– ***জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির সমাপনী পর্যবেক্ষণসমূহ আপনাদের মাধ্যমে সাধারণ জনগণকে জানানো। পাশাপাশি আমরা সরকারের কাছে এসব পর্যবেক্ষণ যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য অতি দ্রুত সময়সীমা নির্ধারণ করে একটি কার্যকর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের জন্য দাবী জানাই।***

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,
নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত ১৯৬৬ সালের এ সনদটি বাংলাদেশ অনুমোদন করে ২০০০ সালে। কিন্তু অনুমোদনের এক বছর পর প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদানের নিয়ম থাকলেও এ সনদের আওতায় বাংলাদেশ সরকার প্রতিবেদন প্রদান করেছে ২০১৫ সালে। মানবাধিকার কমিটি তাদের সাম্প্রতিক পর্যালোচনা শেষে দেয়া সমাপনী পর্যবেক্ষণে সরকারকে প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদানের জন্য সাধুবাদ জানালেও এক্ষেত্রে ১৪ বছর সময় লেগে যাওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেছে। আবার তারা ২০০০ সাল পরবর্তী ইতিবাচক অগ্রগতিগুলোর জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানিয়েছে বিশেষ করে সময়োপযোগী বেশ কিছু আইন প্রণয়ন ও আন্তর্জাতিক

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mohila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)

সনদ স্বাক্ষর করার জন্য[১]। একই সাথে মানবাধিকার কমিটি যেসব বিষয়ে তাদের উদ্বেগ রয়েছে সেগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি পরিস্থিতির উন্নয়নে তাদের সুপারিশসমূহ প্রদান করেছে।

নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত যেসব বিষয়ে কমিটি তাদের উদ্বেগ প্রকাশ ও সুপারিশ প্রদান করেছেন, সেগুলো হলো– বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুম, হেফাজতে নির্যাতন ও মৃত্যু, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মৃত্যুদণ্ড, কারাগার পরিস্থিতি, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে শক্তিশালীকরণ, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ-জাতি ও গোষ্ঠীগত বৈষম্য, বাল্য বিবাহ ও ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা, শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের অধিকার।

সাংবাদিক ভাই-বোনেরা,

আপনারা জানেন যে, আমরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিনিয়ত আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী, র‍্যাব বা অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম, অতিরিক্ত বল প্রয়োগের ঘটনায় আমাদের উদ্বেগ, ক্ষোভ আর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সরকারের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগ সবসময় অস্বীকার করে আসা হয়েছে। খুব কম ক্ষেত্রেই সরকার এসব অভিযোগ আমলে নিয়েছে। তাদের প্রতিবেদনে এ ধরনের অভিযোগের তদন্ত করা হচ্ছে বলা হলেও সাধারণ জনগণ ও নাগরিক সমাজকে এ সংক্রান্ত কোনো তথ্য বা তদন্তের ফলাফল জানানো হয়নি। এসব ঘটনায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি আমাদের মতই উদ্বিগ্ন। বাংলাদেশ সরকার তাদের উপস্থাপনায় নিরাপত্তা বাহিনী দ্বারা বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, গুম বা নির্যাতনের ঘটনা কমিয়ে আনার দাবী করলেও জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটি তাতে সন্তুষ্ট হননি। বরং জোরপূর্বক অন্তর্ধান বা গুমের ঘটনা যে ঘটছে, বাংলাদেশ সরকারের তা অস্বীকার করার প্রবণতায় এবং জাতীয় আইনে কার্যকরভাবে এ ধরনের ঘটনাগুলোকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে না বলে তারা উদ্বিগ্ন। এ ধরনের ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করারও কোনো সরকারি উদ্যোগ সম্পর্কে তারা তথ্য পায়নি বলে জানিয়েছে।

হেফাজতে স্বীকারোক্তি আদায় বা তথ্য বের করার জন্য আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও রাষ্ট্রীয় প্রতিবেদনে এ ধরনের কোনো ঘটনার তদন্ত চলছে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত একটি আইন থাকলেও এ ধরনের ঘটনা ঘটে চলছে বলে জাতিসংঘের এ কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এ আইনের সংশোধন দাবী করায়ও উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে।

প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ,

আমরা মানবাধিকার কর্মীরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় নানা সীমাবদ্ধতা চলে এসেছে বলে উল্লেখ করেছি। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের বিরাগভাজন হওয়ার সাথে সাথে চরমপন্থীদের সহিংস হামলা একটি ভীতিকর আর আত্মনিয়ন্ত্রণমূলক পরিবেশ তৈরি করেছে। আমাদের প্রতিবেদনেও আমরা এসব উদ্বেগ তুলে ধরেছিলাম। কমিটি তাদের সমাপনী পর্যবেক্ষণেও ব্লগার হত্যা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭

[১] পারিবারিক সহিংসতা নিরোধ ও সুরক্ষা আইন (২০১০), জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা (২০১১), মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন (২০১২), প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা আইন (২০১৩), নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধ আইন (২০১৩) প্রভৃতি আইন প্রণয়নকে কমিটি ইতিবাচক হিসেবে দেখেছে। পাশাপাশি অভিবাসী শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সুরক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (২০১১), প্রতিবন্ধীদের অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ (২০০৭) স্বাক্ষর করায় কমিটি সরকারকে সাধুবাদ জানিয়েছে।

ধারার অপপ্রয়োগ, বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইনে নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদির কারণে সাংবাদিক, ব্লগার, সাধারণ নাগরিক, মানবাধিকার কর্মী, এবং নাগরিক সংগঠনগুলোর মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্র সীমিত হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

এছাড়া কমিটি সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ এর আওতায় প্রদত্ত সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সংজ্ঞার পরিধি এতই ব্যাপক যে তা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপপ্রয়োগ করা সম্ভব বলে অভিমত দিয়েছে। এ আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড রাখায় এবং সাংবাদিক আর মানবাধিকারকর্মীদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে এ আইনের ব্যবহারের তথ্যে কমিটি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আপনারা জানেন, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বিয়ের বয়স যাতে কোনোভাবে আঠারোর নীচে রাখা না হয়-সেজন্য আমরা সরকারের কাছে বারংবার দাবী জানিয়েছি। পরিতাপের বিষয় হলো, সরকার আমাদের দাবী ও উদ্বেগকে গুরুত্ব না দিয়ে আঠারোর নীচে বিয়ের বিশেষ বিধান রেখেই বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭ পাশ করেছে। বাল্যবিবাহের উচ্চহার সত্ত্বেও নিরোধ আইনে বিয়ের আইনগত বয়স আঠারোর নীচে রাখার উদ্যোগে জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটিও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ।

এসব উদ্বেগের উপর ভিত্তি করে কমিটি তাদের সমাপনী পর্যবেক্ষণে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ তুলে ধরেছে-

১. আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক বল ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সাধারণ মূলনীতির আলোকে আইন-শৃঙ্খলারক্ষাকারী বাহিনী, সামরিক বাহিনী এবং বিশেষ বাহিনী দ্বারা বল প্রয়োগের মাত্রা নির্ধারণ করতে আইনি কাঠামো পর্যালোচনা করা।

২. গুম বা জোরপূর্বক অন্তর্ধানকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা। এসব ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত, বিচার করে অপরাধীকে শাস্তি এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৩. গুমের শিকার ব্যক্তির তথ্য সংরক্ষণ করা এবং সরকারের পরবর্তী সাময়িক প্রতিবেদনে সরকার এ সংক্রান্ত কতটি ঘটনার তদন্ত করেছে, কয়টির বিচার কার্য সম্পাদন হয়েছে এবং অপরাধীদের কি ধরনের শাস্তি প্রদান করা হয়েছে–সে সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা।

৪. নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু প্রতিরোধ আইন ২০১৩ এর কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিত করা। এ সংক্রান্ত সকল অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি স্বাধীন অভিযোগ দায়ের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

৫. মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হত্যাকাণ্ড, আক্রমণ ও হয়রানি থেকে সাংবাদিক, ব্লগার ও মানবাধিকার কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীকে মানবাধিকার কর্মীদের রক্ষায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৬. অস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞাবিহীন কোনো আইন বা আইনের ধারা যাতে মত প্রকাশের স্বাধীনতা খর্ব করতে না পারে সে জন্য এ ধরনের আইনগুলোকে সংশোধন করা। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারা সংশোধন করা।

৭. বৈদেশিক অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬ সংশোধন করা। বৈদেশিক অনুদান গ্রহণ সংক্রান্ত কোনো আইনি বিধান যাতে বেসরকারি সংগঠনগুলো কার্যকর কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি না করে এবং এসব সংগঠন যাতে স্বাধীনভাবে তাদের মত প্রকাশ করতে পারে তা নিশ্চিত করা।

৮. সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা।

৯. বাল্যবিবাহের হার হ্রাস ও যৌতুক প্রথা নিরসনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করা। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে বিয়ের আইনগত বয়স আঠারোর নীচে না রাখা।

১০. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগসহ সকল ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ তদন্ত করার ক্ষমতা প্রদান করা।

১১. কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত প্যারিস নীতিমালা অনুযায়ী এর সদস্যদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কমিশনের কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করা ।

১২. বৈষম্যবিলোপ আইন ২০১৫ যাতে বর্ণ, ভাষা, গোত্র, জাতিগত বা নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ধর্ম, প্রতিবন্ধীতা এবং যৌনপ্রবৃত্তিভেদে জন ও ব্যক্তি জীবনে সকল ধরনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বৈষম্য থেকে সুরক্ষা দেয় তা নিশ্চিত করে দ্রুততার সাথে আইনটি প্রণয়ন করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়া।

১৩. ধর্মীয় সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাতে করে তারা কোনরূপ ভয়-ভীতি ছাড়াই ধর্মীয় স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে।

১৪. আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে আইনি মর্যাদা প্রদান করা। তাদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করে অপরাধীকে শাস্তি ও ক্ষতিগ্রস্ততে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা।

১৫. সমলিঙ্গের মধ্যকার সম্মতিসূচক যৌনসম্পর্ককে বৈধতা দেয়া। তাদের বিরুদ্ধে যেকোনো ধরনের হয়রানি কিংবা সহিংসতার ঘটনা দ্রুততার সাথে তদন্ত করে শাস্তিপ্রদান করা। কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর আত্মসম্মানে আঘাত আনে এমন কোনো বিধান না রাখা।

১৬. শরণার্থী ও রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত সনদের ৬ ও ৭ ধারা অনুযায়ী জোরপূর্বক ফেরত না পাঠানোর মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ সংক্রান্ত শরণার্থী সনদ (১৯৫১) এবং এর অতিরিক্ত প্রটোকল স্বাক্ষর করা।

সাংবাদিক বন্ধুরা,

প্রতিবেদন প্রেরণ এবং পর্যালোচনায় অংশ নেয়ার জন্য আমরা সরকারকে আবারো সাধুবাদ জানাই। আমরা মনে করি, পরবর্তী সময়েও সরকার এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখবে যা দেশে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিটির উপরোক্ত সুপারিশ সমূহের সাথে সম্পূর্ণ একমত। আমরা আরো মনে করি, সরকার কেবল প্রতিবেদন প্রদান আর পর্যালোচনার অংশগ্রহণের মধ্যেই এ প্রক্রিয়াকে সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং এ প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়– জাতীয় পর্যায়ে কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে আন্তরিকভাবে প্রচেষ্টা চালাবে। আমরা আশা করি, সরকার উপলব্ধি করবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা বারংবার অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে বের হয়ে এসে বরং প্রতিকার বিধানের উপর জোর দিলেই সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের ভাবমূর্তি আর গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধিতে সক্ষম হবে। ফোরাম সরকারের কাছে দাবী জানাচ্ছে, সমাপনী পর্যবেক্ষণগুলো বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য যেখানে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা, প্রয়োজনীয় কর্মসূচি ও কোন মন্ত্রণালয় কোন পর্যবেক্ষণ বাস্তবায়ন করবে তা সবিস্তারে উল্লেখ থাকবে। পাশাপাশি আমরা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে নাগরিক সমাজের সাথে আলোচনা করার জন্য আহ্বান জানাই। এ পুরো প্রক্রিয়াতেই হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগীতা করতে প্রস্তুত।

Secretariat:
Ain o Salish Kendra (ASK), 7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
Phone: 8126047, 8126134, 8126137, Fax: 8126045
Email: ask@citechco.net web: www.askbd.org
Forum Members:
Ain o Salish Kendra (ASK), Acid Survivors Foundation (ASF), Bandhu Social Welfare Society (BSWS), Bangladesh Adivasi Forum, Bangladesh Dalit and Excluded Rights Movements (BDERM), Bangladesh Institute of Labor Studies (BILS), Bangladesh Legal Aid & Services Trust (BLAST), Bangladesh Mohila Parishad (BMP), Boys of Bangladesh (BOB), FAIR, Karmojibi Nari (KN), Kapaeeng Foundation, Manusher Jonno Foundation (MJF), National Alliance of Disabled Peoples' Organizations (NADPO), Nagorik Uddyog, Naripokkho, Nijera Kori, Steps Towards Development (Steps), Transparency International Bangladesh (TIB)